আজকের কাগজ

তারিখ ... 25 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ৩ ...

স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা

বেসরকারি স্কুলে ডোনেশনের দাপট সরকারি স্কুলের খবর নেই

সুজন সাত্তার : ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার পথে। রাজধানীর হাজার হাজার অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, তারা ছুটে যাচ্ছেন বিভিন্ন স্কুলে। বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্তের অভাবে সরকারি স্কুলগুলো ভর্তির ব্যাপারে কিছু বলতে পারছে না। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভর্তি ফরম ছাড়বে কিনা তারা শুধু সেই খোঁজ নিতে বলছে। সরকারি স্কুলে কবে নাগাদ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে, কবে নাগাদ নতুন ক্লাস বসবে এ নিয়েও অভিভাবকেরা চিন্তিত।

নগরীর সরকারি বেসরকারি সব স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া। অভিভাবকেরা ছুটছেন গভমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, উদয়ন স্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ভিকারুন্নিছা নুন স্কুল, হলিক্রস স্কুল, সেন্ট যোসেফ স্কুল, সেন্ট গ্রেগরী স্কুল, মনিপুর হাইস্কুল, মতিঝিল সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, মতিঝিল মডেল স্কুল, আজিমপুর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ইস্পাহানী বালিকা বিদ্যালয়সহ নগরীর অধিকাংশ নাম করা সরকারি বেসরকারি স্কুলের দিকে। বেশিরভাগ স্কুলে প্রতিবছর খুব কমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রি নেয়া হয়। এর মূল কারণ আগে থেকে এসব স্কুল থাকে ছাত্র-ছাত্রিতে ঠাসা। তারপরও এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় লেগে আছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রিদের অব্যাহত ভিড় লক্ষ্য করেই কয়েকটি নাম করা স্কুল প্রসার ঘটিয়েছে ডোনেশন প্রথার। ৪০/৫০ হাজার টাকা দিতে পারলে নাম করা গোটা দুয়েক স্কুলে সহজে ভর্তি হওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আরো ভাল স্কুলে ভর্তি হতে টাকার অংক বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে মেধার তেমন প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের নাম উল্লেখ করা যায়। এ স্কুলের ৪৫৮টি শূন্য সিটের মধ্যে এ বছর ৬৯টি ডোনেশন সিট। নোটিশ বোর্ডে ডোনেশন সিট সম্পর্কে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ দাতাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে এ স্কুল ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু করেছে। চলবে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর মধ্যে প্রথম দিনেই বিক্রি হয়েছে ৩৭২১টি ভর্তি ফরম। প্রতি ফরমের মূল্য ধরা হয়েছে ১০০ টাকা। ৮/৯ হাজার ফরম বিক্রি হবে বলে এ স্কুলের শিক্ষকেরা আশা করছেন। অন্যান্য নাম করা স্কুলেও অনুরূপ ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে না হতেই সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে ভর্তির নামে এক ধরনের লোক ব্যবসায় নেমে পড়েছে। বেশ কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাও এর সঙ্গে জড়িত। তারা মোটা অংকের বিনিময়ে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রিদের নানা ধরনের কোচিং দিচ্ছেন। ভর্তি পরীক্ষায় কোন্ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মোটামুটি একটা ধারণা থাকে। আর এ ধারণাকে অবলম্বন করে তারা স্বনামে বেনামে কোচিং সেন্টার খুলে বসেছেন। এ ধরনের কোচিং সেন্টারে সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন ক্লাস হয়। তাও বড় জোর এক থেকে দুই ঘন্টা। কিন্তু এ সামান্য সময়ের জন্য নেয়া হয় এক থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া মোটা অংকের বিনিময়ে কোচিং-এ গাইড লাইন, পাঠ্যপুস্তক, প্রোসপেক্টার্স ইত্যাদি কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ধানমণ্ডি, মতিঝিল, সূত্রাপুর ও মোহাম্মদপুর থানা এলাকার কয়েকটি নাম করা স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার নামে প্রায় সারা বছর কয়েকটি কোচিং সেন্টারে চলছে জমজমাট ব্যবসা।

গতকাল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, শিক্ষা অধিদফতর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। তারা ভর্তির বিষয়ে কোনো গাইড লাইন বা নির্দেশ দিচ্ছে না। ফলে রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুল গা ছেড়ে বসে আছে। এদিকে ভুক্তভোগী অভিভাবকেরা অবিলম্বে ডোনেশন নেয়া, ভর্তি ফরম বিলির নামে মোটা অংক কামানো ও কোচিং-এর নামে গলাকাটা ব্যবসা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।